سورة الهمزة

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۨ ﴿١﴾ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি ? (৬) এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহ্‌র অগ্নি, যা (আল্লাহ্‌র আদেশে) প্রজ্বলিত, (আল্লাহ্‌র অগ্নি ; বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদয় পর্যন্ত

পৌঁছবে। সেই অগ্নি তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে (এভাবে যে, তারা অগ্নির) বড় লম্বা লম্বা স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত থাকবে; যেমন কাউকে অগ্নির সিন্দুকে পুরে দেওয়া হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ্ তিনটি হচ্ছে همز - لمز ও جمع مال প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে همز -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون لبراء العنت -

অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে---অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ---অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।